গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
উপকরণ-২ শাখা
www.moa.gov.bd

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০১৫.২১(অংশ).২৭৭

তারিখ : ৩১ আশ্বিন ১৪৩১ / ১৬ অক্টোবর ২০২৪

প্রাপকঃ চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার
কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয় : ২০২৪-২৫ অর্থবছরে খরিপ-২ মৌসুমে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বোরো ধানের বীজ (হাইব্রিড জাত) সহায়তার মাধ্যমে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি বাবদ অর্থ ছাড়করণ ও জি.ও জারি সংক্রান্ত।

সূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০১৫.২১(অংশ).২৭৬, তারিখ ১৬/১০/২০২৪ খ্রি.

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেটের '১২০০০৬৫০৫- কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা' খাতে বরাদ্দকৃত ৬১৩৮৫.০০ লক্ষ (ছয়শত তেরো কোটি পঁচাশি লক্ষ) টাকার মধ্যে '৩২৫১১০৯- বীজ ও চারা' উপখাতে ৩য় পুনঃউপযোজনপূর্বক বরাদ্দকৃত ৩৫৩৪২.৩৬৮ লক্ষ (তিনশত তিপ্পান্ন কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার আটশত) টাকা হতে ২১৬০.০০ লক্ষ (একুশ কোটি ষাট লক্ষ) টাকা ও '৩৬৩১১৯৯- অন্যান্য অনুদান' উপখাতে ৩য় পুনঃউপযোজনপূর্বক বরাদ্দকৃত ৯০৪২.৬৩২ লক্ষ (নব্বই কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ তেষট্টি হাজার দুইশত) টাকা হতে ১৫.০০ লক্ষ (পনেরো লক্ষ) টাকাসহ সর্বমোট ২১৭৫.০০ লক্ষ (একুশ কোটি পঁচাত্তর লক্ষ) টাকা খরিপ-২ মৌসুমে বোরো ধানের বীজ (হাইব্রিড জাত) সহায়তার মাধ্যমে সাম্প্রতিক বন্যায় ধান ফসলের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া এবং আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ বিতরণের জন্য নিম্নে বর্ণিত ০২ নং অনুচ্ছেদে কৃষক প্রতি/বিঘাপ্রতি উপকরণ সহায়তার বিবরণ, ০৩ নং অনুচ্ছেদে জেলাওয়ারী পুনর্বাসন কর্মসূচির বিবরণ, ০৪ নং অনুচ্ছেদে সংযুক্ত 'বাস্তবায়ন পদ্ধতি' এবং ০৫ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তাবলী ও প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধানের আলোকে ব্যয় করার জন্য সংশ্লিষ্ট ১১ জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এবং ০২ টি পার্বত্য জেলার (রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি) জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এর অনুকূলে ছাড় ও অগ্রিম উত্তোলনের সরকারি মঞ্জুরি নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হল:

০২। এ পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় কৃষক প্রতি/বিঘাপ্রতি উপকরণ সহায়তার বিবরণ:

ক্র.নং	উপকরণ/খাত	কৃষক প্রতি/বিঘাপ্রতি উপকরণ সহায়তা (কেজি)	একক মূল্য (টাকা)	কৃষক প্রতি/বিঘাপ্রতি ব্যয় (টাকা)
১	বীজ	২.০০	৩৬০.০০	৭২০.০০
২	পরিবহন ব্যয়		১.৫০ কেজি প্রতি	৩.০০
৩	আনুষংগিক ব্যয়		১.০০ কেজি প্রতি	২.০০
৪	মোট			৭২৫.০০

০৩। এ পুনর্বাসন কর্মসূচির জেলাভিত্তিক উপকারভোগী কৃষক ও অর্থ বিভাজন (এক নজরে পুনর্বাসন কর্মসূচি):

লক্ষ টাকা

ক্র: নং	জেলার নাম	উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা/ জমির পরিমাণ (জন/বিঘা)	বীজের পরিমাণ (মে.টন)	উপকরণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)				মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)
				'৩২৫১১০৯- বীজ ও চারা'	'৩৬৩১১৯৯- অন্যান্য অনুদান'			
				বীজ	পরিবহন ব্যয়	আনুষংগিক ও অপ্রত্যাশিত ব্যয়	মোট আনুষংগিক ও অপ্রত্যাশিত ব্যয়	
১	কুমিল্লা	৩০০০০	৬০.০০০	২১৬.০০০০০	০.৯০০	০.৬০০	১.৫০০	২১৭.৫০০
২	চাঁদপুর	২০০০০	৪০.০০০	১৪৪.০০০০০	০.৬০০	০.৪০০	১.০০০	১৪৫.০০০
৩	বি,বাড়িয়া	২০০০০	৪০.০০০	১৪৪.০০০০০	০.৬০০	০.৪০০	১.০০০	১৪৫.০০০
৪	সিলেট	১৫০০০	৩০.০০০	১০৮.০০০০০	০.৪৫০	০.৩০০	০.৭৫০	১০৮.৭৫০
৫	মৌলভীবাজার	১৫০০০	৩০.০০০	১০৮.০০০০০	০.৪৫০	০.৩০০	০.৭৫০	১০৮.৭৫০
৬	হবিগঞ্জ	৩০০০০	৬০.০০০	২১৬.০০০০০	০.৯০০	০.৬০০	১.৫০০	২১৭.৫০০

ক্র: নং	জেলার নাম	উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা/ জমির পরিমাণ (জন/বিঘা)	বীজের পরিমাণ (মে.টন)	উপকরণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)				মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)
				'৩২৫১১০৯- বীজ ও চারা'	'৩৬৩১১৯৯- অন্যান্য অনুদান'			
				বীজ	পরিবহন ব্যয়	আনুষংগিক ও অপ্রত্যাশিত ব্যয়	মোট আনুষংগিক ও অপ্রত্যাশিত ব্যয়	
৭	চট্টগ্রাম	৩০০০০	৬০.০০০	২১৬.০০০০০	০.৯০০	০.৬০০	১.৫০০	২১৭.৫০০
৮	কক্সবাজার	১০০০০	২০.০০০	৭২.০০০০০	০.৩০০	০.২০০	০.৫০০	৭২.৫০০
৯	নোয়াখালী	৬০০০০	১২০.০০০	৪৩২.০০০০০	১.৮০০	১.২০০	৩.০০০	৪৩৫.০০০
১০	ফেনী	২০০০০	৪০.০০০	১৪৪.০০০০০	০.৬০০	০.৪০০	১.০০০	১৪৫.০০০
১১	লক্ষীপুর	৩০০০০	৬০.০০০	২১৬.০০০০০	০.৯০০	০.৬০০	১.৫০০	২১৭.৫০০
১২	রাঙ্গামাটি	১০০০০	২০.০০০	৭২.০০০০০	০.৩০০	০.২০০	০.৫০০	৭২.৫০০
১৩	খাগড়াছড়ি	১০০০০	২০.০০০	৭২.০০০০০	০.৩০০	০.২০০	০.৫০০	৭২.৫০০
মোট		৩০০০০০	৬০০.০০০	২১৬০.০০০	৯.০০০	৬.০০০	১৫.০০০	২১৭৫.০০০

০৪। '২০২৪-২৫ অর্থবছরে কৃষকদের মাঝে খরিপ-২ মৌসুমে বোরো ধান (হাইব্রিড জাত) বীজ সহায়তা বাবদ পুনর্বাসন কর্মসূচির বাস্তবায়ন পদ্ধতি'ও 'কৃষক তথ্য ছক' নির্দেশক্রমে এতৎসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

০৫। কর্মসূচির বাস্তবায়ন এবং এ সংক্রান্ত অর্থ ব্যয়ের শর্তাবলী:

১. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে **PPA' ২০০৬ ও PPR' ২০০৮** অনুসরণপূর্বক প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। কোন অবস্থায়ই কর্মসূচির বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা যাবে না। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক বরাদ্দকৃত সকল অর্থ উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর অনুকূলে ছাড় করতে হবে। ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়সহ এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভবিষ্যতে কোন অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;

২. কর্মসূচি প্রাপ্তির পর যথাসম্ভব দ্রুত জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উপজেলাওয়ারী কৃষক সংখ্যা বিভাজন করবেন। উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি সভা করবেন এবং সংশ্লিষ্ট উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক নির্বাচন করে অগ্রাধিকারভিত্তিতে খসড়া তালিকা প্রস্তুত করবেন। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির তত্ত্বাবধানে উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি উক্ত খসড়া তালিকা (প্রয়োজনে সংযোজন ও বিয়োজন করে) অনুমোদন ও উপকরণ বিতরণসহ অন্যান্য কার্যক্রম বরাদ্দকৃত অর্থ হতে সরকারি আদেশে বর্ণিত পদ্ধতি ও শর্তাবলী, অনুযায়ী বাস্তবায়ন করবেন। উপজেলা ও জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক কৃষক তালিকা চূড়ান্ত করার পর 'কৃষক তথ্য ছক' পূরণ করে এর সফটকপি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে (E-mail- admonitoring@dae.gov.bd/ ddmonitoring@yahoo.com) প্রেরণ করবেন। পরবর্তীতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক সমন্বিত প্রতিবেদন সরকারি ই-মেইল আইডি যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ে (E-mail- input2@moa.gov.bd/ moa.input2@gmail.com) আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করতে হবে;

৩. কর্মসূচি প্রাপ্তির পর উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি দ্রুততম সময়ে তালিকাভুক্ত কৃষকের মাঝে উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করবেন। কর্মসূচির সকল উপকরণ উপজেলা সদর থেকে বিতরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এ কর্মসূচির জন্য মনোনীত (অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত) প্রত্যেক কৃষকের ছবিযুক্ত কৃষি কার্ডের উপকরণ সহায়তা অংশে যথাযথভাবে উপকরণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে যথারীতি মাস্টাররোল সংরক্ষণপূর্বক উপকরণ বিতরণ করবেন। কৃষি উপকরণ কার্ড না থাকলে মাস্টাররোলে অবশ্যই উপকরণ গ্রহণকারী কৃষকের জাতীয় পরিচয় পত্র ও মোবাইল নম্বর যুক্ত করতে হবে। মাস্টাররোলে উপকরণ গ্রহণকারী কৃষক স্বাক্ষর/টিপসহি প্রদান করবেন। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এতে স্বাক্ষর করবেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার এতে প্রতিস্বাক্ষর করবেন। বিতরণকৃত উপকরণ বা অর্থ কৃষক নিজে গ্রহণ করবেন, কোন অবস্থাতেই প্রকৃত তালিকাভুক্ত কৃষক ছাড়া অন্য কাউকে প্রদান করা যাবে না;

৪. এ কর্মসূচির আওতায় অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত একটি কৃষক পরিবার প্রতি বিঘার জন্য ২.০ কেজি বোরো হাইব্রিড বীজ সহায়তা পাবেন। ১ জন উপকারভোগী কৃষককে কেবলমাত্র ১বিঘা জমির জন্য উপকরণ সহায়তা প্রদান করা যাবে;

৫. এ কর্মসূচির আওতায় সন্তোষজনক অঙ্কুরোদগম পরীক্ষাপূর্বক মানসম্পন্ন প্রয়োজনীয় বোরো ধানের হাইব্রিড বীজ সংযুক্ত ছকে জেলাওয়ারী বিভাজন অনুযায়ী ক্রয় করতে হবে। বিএডিসি কর্তৃক প্রয়োজনীয় পরিমাণ বীজ সরবরাহ করতে না পারলে মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা এর অনুমোদন নিয়ে হেক্টর প্রতি ৫.০০ টনের (চালে) বেশী ফলনশীল এলাকা উপযোগী ও সন্তোষজনক অঙ্কুরোদগম পরীক্ষাপূর্বক মানসম্পন্ন হাইব্রিড জাতের বীজ প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/আমদানিকারক/বীজ ডিলারের নিকট হতে নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করতে হবে;

৬. **উপজেলা** কৃষি অফিসার ও সদস্য সচিব, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি পুনর্বাসন এর জন্য প্রদত্ত উপকরণ বিতরণের নিমিত্ত **ব্লক/ইউনিয়ন** ভিত্তিক বিতরণ রেজিস্টার, সংশ্লিষ্ট কৃষকের তালিকাসহ যাবতীয় হিসাবাদি ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং উপকরণ **বিতরণের** তালিকা ০১ (এক) কপি সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর নিকট প্রেরণ করবেন। উপপরিচালক সংশ্লিষ্ট জেলার **উপজেলা** থেকে প্রাপ্ত উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংরক্ষণ করবেন এবং ০১ কপি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন এবং এর ০১ (এক) কপি ১১ জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এবং ০২ টি পার্বত্য জেলার (রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি) জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন। এছাড়া, উপকারভোগী কৃষকের তালিকা ডিএই'র জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে;

৭. এ কর্মসূচির আওতায় ফসল কর্তন শেষ হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন ই-মেইলযোগে admonitoring@dae.gov.bd/ddimplement@dae.gov.bd এ প্রেরণ করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উক্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন;

৮. কর্মসূচির প্রকৃত সুফল প্রাপ্তির জন্য যথাসম্ভব দ্রুত এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমাপ্ত হবে, কোনোভাবেই বিলম্ব গ্রহণযোগ্য হবে না। পুনর্বাসন/প্রণোদনা কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে এ অর্থ ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী ও সমন্বয় বিবরণী (অব্যয়িত অর্থ জমা দেয়ার চালানের ছায়ালিপিসহ) অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক ও সদস্য সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক ই-মেইলের যোগে (admonitoring@dae.gov.bd /ddmonitoring@yahoo.com) তে প্রেরণ করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উক্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। উক্ত সমন্বয় বিবরণীর ০১ (এক) কপি ১১ জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এবং ০২টি পার্বত্য জেলার (রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি) জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকটও প্রেরণ করতে হবে। **অগ্রিম উত্তোলিত অর্থ ৩০ জুন ২০২৫ তারিখের মধ্যে অবশ্যই সমন্বয় করতে হবে;**

৯. **বীজ ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ অর্থ বিতরণের সমগ্র প্রক্রিয়া যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে; এবং**

১০. **এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে চলমান অন্যান্য পুনর্বাসন কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা যেন না হয়, সে বিষয়টি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিশ্চিত করবে।**

আপনার বিশ্বস্ত

স্বাঃ/

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০১৫.২১(অংশ).২৭৭

তারিখ : ৩১ আশ্বিন ১৪৩১ / ১৬ অক্টোবর ২০২৪

এ আদেশের ০৪ (চার) কপি এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। আদেশের এক কপি পৃষ্ঠাঙ্কনপূর্বক চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করার জন্য অর্থ বিভাগকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাঃ/

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন নং ০২৫৫১০০৯৬৪
E-mail-input2@moa.gov.bd/
moa.input2@gmail.com

নং-০৭.০০.০০০০.১২০.১৬.১৩০.২৪.

তারিখ :

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ আদেশের অনুলিপি চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা এর নিকট প্রেরিত হলো। এতে অর্থ বিভাগের সম্মতি রয়েছে।

(মুহাম্মদ আনিসুর রহমান)
বাজেট-২০ শাখা
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০১৫.২১(অংশ).২৭৭

তারিখ : ৩১ আশ্বিন ১৪৩১ / ১৬ অক্টোবর ২০২৪

অনুলিপি : জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতা ক্রমানুসারে নয়)

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা।
২. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. অতিরিক্ত সচিব, (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ/ সম্প্রসারণ/প্রশাসন) অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক (বীজ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৭. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, বিসিআইসি ভবন, ৩০-৩১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৮. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা। **(বাস্তবায়ন পদ্ধতি এবং উল্লিখিত শর্তাবলীর আলোকে কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর যথাসময়ে সমন্বয় বিবরণী প্রেরণ নিশ্চিত করণের অনুরোধসহ)**
৯. চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি)।
১০. জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট ১১ জেলা)।
১১. মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ (রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি)।
১৩. উপসচিব, প্রশাসন-৪ (বাজেট) অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(আইবাস ++ এ এন্ট্রি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)।**
১৪. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. উপপ্রধান (কৃষি অর্থনীতিবিদ), সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭. উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সদস্য-সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট ১৩ টি জেলা)।
১৮. উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)।
১৯. জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট ১৩টি জেলা) **(জি.ও এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি/শর্ত মোতাবেক যথাসময়ে ব্যয়ের সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধসহ)**
২০. উপজেলা কৃষি অফিসার ও সদস্য-সচিব, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট উপজেলা) **(জি.ওর বাস্তবায়ন পদ্ধতি/শর্ত মোতাবেক এ পুনর্বাসন কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর যথাসময়ে খরচ সমন্বয় করে মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে প্রেরণের অনুরোধসহ)।**
২১. সহকারী প্রোগ্রামার, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।**
২২. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৬/১০/২০২৪

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
উপকরণ-২ শাখা
www.moa.gov.bd

২০২৪-২৫ অর্থবছরে কৃষকদের মাঝে খরিপ-২ মৌসুমে বিনামূল্যে বোরো (হাইব্রিড জাত) ধান বীজ বিতরণের পুনর্বাসন কর্মসূচির বাস্তবায়ন পদ্ধতি

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ

১. বোরো ধানের হাইব্রিড জাতের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
২. বোরো ধানের নতুন উদ্ভাবিত হাইব্রিড জাত সমূহের সম্প্রসারণ;
৩. বোরো ধান চাষে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ;
৪. কৃষকগণ বোরো হাইব্রিড ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে;
৫. দেশের খাদ্য উৎপাদনের বর্তমান ধারা অব্যাহত রাখা; এবং
৬. কর্মসূচির আওতাভুক্ত কৃষকদের কৃষিযন্ত্রের ব্যবহারসহ আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণে উদ্বুদ্ধ করা।

প্রত্যাশিত সুফল:

এ কর্মসূচির আওতায় ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) জন উপকারভোগী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক বিনামূল্যে বোরো ফসলের হাইব্রিড বীজ সহায়তা পাবে। এতে বোরো ফসলের হাইব্রিড জাতের আবাদ ৪০০০০.০০০ হেক্টর বৃদ্ধি পাবে এবং হেক্টর প্রতি ৪.৪ মে.টন হিসেবে ২.০০৮ লক্ষ মে.টন অতিরিক্ত চাল উৎপাদন হবে। ফলশ্রুতিতে কৃষকগণ হাইব্রিড জাতের বোরো ধান চাষে উৎসাহিত হবে এবং পরবর্তীতে বোরো ধানের হাইব্রিড জাতের আবাদ বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ হবে। প্রস্তাবিত এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে প্রায় ২.০০লক্ষ মে.টন চালের মূল্য ৯০৩৬০.০০০ লক্ষ টাকা (প্রতি কেজি ৪৫/- টাকা হিসেবে) এবং এতে খড় উৎপাদন হবে ২.২০৯ লক্ষ মেট্রিক টন যার মূল্য ৬৬২৬.৪০০ লক্ষ টাকা (প্রতি কেজি ৩/- হিসেবে)।

উৎপাদিত পণ্যের মোট আয় হবে ৯৬৯৮৬.৪০০ লক্ষ টাকা। হেক্টর প্রতি উপকরণ সহায়তা বাবদ ০.৫৮০০০ লক্ষ টাকা (বিঘা প্রতি ৭১৭.৫০ টাকা) ও কৃষকের অন্যান্য ব্যয়সহ হেক্টর প্রতি মোট ১.৪৫০০০ লক্ষ টাকা হিসেবে মোট উৎপাদন ব্যয় ৫৮০০০.০০০ লক্ষ টাকা । অর্থাৎ ১ টাকা ব্যয় করে আয় হবে ১.৬৭ টাকা।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি

১. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে **PPA' ২০০৬ ও PPR' ২০০৮** অনুসরণপূর্বক প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। কোন অবস্থায়ই কর্মসূচির বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা যাবে না। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক বরাদ্দকৃত সকল অর্থ উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর অনুকূলে ছাড় করতে হবে। ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়সহ এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভবিষ্যতে কোন অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;

২. কর্মসূচি প্রাপ্তির পর যথাসম্ভব দ্রুত জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উপজেলাওয়ারী কৃষক সংখ্যা বিভাজন করবেন। উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি সভা করবেন এবং সংশ্লিষ্ট উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক নির্বাচন করে অগ্রাধিকারভিত্তিতে খসড়া তালিকা প্রস্তুত করবেন। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির তত্ত্বাবধানে উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি উক্ত খসড়া তালিকা (প্রয়োজনে সংযোজন ও বিয়োজন করে) অনুমোদন ও উপকরণ বিতরণসহ অন্যান্য কার্যক্রম বরাদ্দকৃত অর্থ হতে সরকারি আদেশে বর্ণিত পদ্ধতি ও শর্তাবলী অনুযায়ী বাস্তবায়ন করবেন। উপজেলা ও জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক কৃষক তালিকা চূড়ান্ত করার পর 'কৃষক তথ্য ছক' পূরণ করে এর সফটকপি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে (E-mail- admonitoring@dae.gov.bd/ ddmonitoring@yahoo.com) প্রেরণ করবেন। পরবর্তীতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক সমন্বিত প্রতিবেদন সরকারি ই-মেইল আইডি যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ে (E-mail- input2@moa.gov.bd/ moa.input2@gmail.com) আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করতে হবে;

৩. কর্মসূচি প্রাপ্তির পর উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি দ্রুততম সময়ে তালিকাভুক্ত কৃষকের মাঝে উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করবেন। কর্মসূচির সকল উপকরণ উপজেলা সদর থেকে বিতরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এ কর্মসূচির জন্য মনোনীত (অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত) প্রত্যেক কৃষকের ছবিযুক্ত কৃষি কার্ডের উপকরণ সহায়তা অংশে যথাযথভাবে উপকরণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে যথারীতি মাস্টাররোল সংরক্ষণপূর্বক উপকরণ বিতরণ করবেন। কৃষি উপকরণ কার্ড না থাকলে মাস্টাররোলে অবশ্যই উপকরণ গ্রহণকারী কৃষকের জাতীয় পরিচয় পত্র ও মোবাইল নম্বর যুক্ত করতে হবে। মাস্টাররোলে উপকরণ গ্রহণকারী কৃষক স্বাক্ষর/টিপসহি প্রদান করবেন। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এতে স্বাক্ষর করবেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার এতে প্রতিস্বাক্ষর করবেন। বিতরণকৃত উপকরণ বা অর্থ কৃষক নিজে গ্রহণ করবেন, কোন অবস্থাতেই প্রকৃত তালিকাভুক্ত কৃষক ছাড়া অন্য কাউকে প্রদান করা যাবে না;

৪. এ কর্মসূচির আওতায় অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত একটি কৃষক পরিবার প্রতি বিঘার জন্য ২.০ কেজি বোরো হাইব্রিড বীজ সহায়তা পাবেন। ১ জন উপকারভোগী কৃষককে কেবলমাত্র ১বিঘা জমির জন্য উপকরণ সহায়তা প্রদান করা যাবে;

৫. এ কর্মসূচির আওতায় সন্তোষজনক অঙ্কুরোদগম পরীক্ষাপূর্বক মানসম্পন্ন প্রয়োজনীয় বোরো ধানের হাইব্রিড বীজ সংযুক্ত ছকে জেলাওয়ারী বিভাজন অনুযায়ী ক্রয় করতে হবে। বিএডিসি কর্তৃক প্রয়োজনীয় পরিমাণ বীজ সরবরাহ করতে না পারলে মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা এর অনুমোদন নিয়ে হেক্টর প্রতি ৫.০০ টনের (চালে) বেশী ফলনশীল এলাকা উপযোগী ও সন্তোষজনক অঙ্কুরোদগম পরীক্ষাপূর্বক মানসম্পন্ন হাইব্রিড জাতের বীজ প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/আমদানিকারক/বীজ ডিলারের নিকট হতে নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করতে হবে;

৬. উপজেলা কৃষি অফিসার ও সদস্য সচিব, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি পুনর্বাসন এর জন্য প্রদত্ত উপকরণ বিতরণের নিমিত্ত ব্লক/ইউনিয়ন ভিত্তিক বিতরণ রেজিস্টার, সংশ্লিষ্ট কৃষকের তালিকাসহ যাবতীয় হিসাবাদি ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর নিকট প্রেরণ করবেন। উপপরিচালক সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলা থেকে প্রাপ্ত উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংরক্ষণ করবেন এবং ০১ কপি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন এবং এর ০১ (এক) কপি ১১ জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এবং ০২ টি পার্বত্য জেলার (রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি) জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন। এছাড়া, উপকারভোগী কৃষকের তালিকা ডিএই'র জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে;

৭. এ কর্মসূচির আওতায় ফসল কর্তন শেষ হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন ই-মেইলযোগে admonitoring@dae.gov.bd/ddimplement@dae.gov.bd এ প্রেরণ করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উক্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন;

৮. কর্মসূচির প্রকৃত সুফল- প্রাপ্তির জন্য যথাসম্ভব দ্রুত এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমাপ্ত হবে, কোনোভাবেই বিলম্ব গ্রহণযোগ্য হবে না। পুনর্বাসন/প্রণোদনা কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে এ অর্থ ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী ও সমন্বয় বিবরণী (অব্যয়িত অর্থ জমা দেয়ার চালানের ছায়ালিপিসহ) অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক ও সদস্য সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক ই-মেইলের যোগে (admonitoring@dae.gov.bd /ddmonitoring@yahoo.com) তে প্রেরণ করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উক্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। উক্ত সমন্বয় বিবরণীর ০১ (এক) কপি ১১ জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এবং ০২টি পার্বত্য জেলার (রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি) জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকটও প্রেরণ করতে হবে। **অগ্রিম উত্তোলিত অর্থ ৩০ জুন ২০২৫ তারিখের মধ্যে অবশ্যই সমন্বয় করতে হবে;**

৯. **বীজ ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ অর্থ বিতরণের সমগ্র প্রক্রিয়া যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে;** এবং

১০. **এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে চলমান অন্যান্য পুনর্বাসন কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা যেন না হয়, সে বিষয়টি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিশ্চিত করবে।**

আপনার বিশ্বস্ত

১৬/১০/২৪

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়

(পুনর্বাসন/ প্রণোদনা কার্যক্রম মনিটরিংয়ের জন্য 'কৃষক তথ্য' ছক (সরকারি ই-মেইলের মাধ্যমে E-mail-admonitoring@dae.gov.bd/ ddmonitoring@yahoo.com -এ প্রেরণ করতে হবে সে ক্ষেত্রে কর্মকর্তার স্বাক্ষরের প্রয়োজন নেই)

জেলা ও উপজেলার নাম:

ইউনিয়ন/ পৌরসভার নাম :

গ্রাম/মহল্লা/ওয়ার্ড নং:

নং	কৃষকের নাম	পিতা ও মাতার নাম	কৃষকের জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর	কৃষকের মোবাইল নম্বর	কর্মসূচি সহায়তা বাবদ প্রাপ্ত বীজের বিবরণ	ফসল উৎপাদন পর্যন্ত উঠান বৈঠকের সম্ভাব্য সংখ্যা
					বীজের নাম ও জাত- বীজের পরিমাণ-	